আজকাল
কলকাতা ৯ অগ্রহায়ন ১৪১৩ রবিবার ২৬ নভেম্বর ২০০৬

সিঙ্গুরে কারখানা হলে বদলে যাবে বাংলার অর্থনীতি - টাটার রবিকান্ত

আজকালের প্রতিবেদন: 'সিঙ্গুরে টাটা মোটরসের এক লাখি গাড়ি এলে শুধু সিঙ্গুরের অর্থনীতি, সামাজিক পরিবেশের উন্নতি হবে তা নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে দেখা যাবে উন্নতির ঝলক।' টাটা মোটরসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবিকান্ত শনিবার এ কথা বলেন। তাজ বেঙ্গলে এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, যা প্রয়োজন তার ৯০ শতাংশের বেশি জমি এর মধ্যেই অধিগৃহীত হয়েছে। যেভাবে কাজ চলছে তাতে আমরা খুবই খুশি। আমরা দেশের অন্যত্র এই গাড়ি প্রকল্প করব বলে ঠিক করি। কিন্তু ১১ মাস আগে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত বদলে পশ্চিমবঙ্গেই এই প্রকল্প করব বলে ঠিক করি। আমরা সিঙ্গুরে প্রমাণ করব— এক লাখি গাড়ি বাস্তব। আমরা কলকাতায় একটি ক্যান্সার হাসপাতাল করব। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন কিনা।

রবিকান্ত: আজ দেখা হয়নি। তবে আমরা সব সময়ে সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি।

☞ যেভাবে কাজ এগোচ্ছে তাতে আপনি খুশি?

রবিকান্ত: আমরা খুশি। এর মধ্যে ৯২৭ একর জমি অধিগৃহীত হয়েছে। এটা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

☞ আপনারা অন্য প্রকল্প করবেন?

রবিকান্ত: আমরা এখানে ছোট গাড়ির প্রকল্প করছি। তিন-চারটি জায়গা থেকে আমাদের কাছে এই ছোট গাড়ি প্রকল্প করার প্রস্তাব আসে। কোন কোন রাজ্য থেকে সে প্রস্তাব আসে তা বলছি না।

☞ আপনারা সিঙ্গুর জায়গাটিকে কেন বেছে নিলেন?

রবিকান্ত: এটা একটা নিতান্ত সাধারণ প্রকল্প নয়। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় যেভাবে সারা দেশে রাস্তা তৈরি হচ্ছে তাতে গ্রাম-শহর সব রাস্তা দিয়ে যুক্ত হবে। ২০১২ সালের মধ্যে সারা দেশ ভালমানের রাস্তা দিয়ে যুক্ত হবে। মানুষের যাতায়াত অনেক বেড়ে যাবে। গাড়ি শিল্পের প্রসারতা

সিঙ্গুরে কারখানা হলে বদলে যাবে বাংলার অর্থনীতি - টাটার রবিকান্ত

মমতার দাবি, সিঙ্গুরে এখনও ৫৫০ একর জমি দেওয়া বাকি

সিঙ্গুরে তৃণমূলিদের অশালীন আচরণ

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া, বিষ খেয়ে কন্যাসহ আত্মঘাতী মা

সোমেন: সিঙ্গুরে কে কী করছে লক্ষ্মীপুজো না ইতু, কিছুই জানি না

জমি ব্যবহারে রাজ্যের প্রস্তাবে সায়

কর্তব্যে গাফিলতি, সাসপেন্ড পুলিসকর্মী

জখমদের পাশে রাজ্যপাল আজ

বেলাকোবায় ডি জি

আই বি রিপোর্টে ‘মোস্ট ডেঞ্জারাস অ্যাক্টিভিস্ট’

২৯ নভেম্বর সিঙ্গুরে বামফ্রন্টের সমাবেশ

বিদেশ দপ্তরের অনুমতি মিলেছে সৎকার হতে পারে ‘ম্যা’ দাদু’র দেহ

এবার শিলিগুড়িতে নলেজ সিটি

বৃন্দা: সংসদের চলতি অধিবেশনে মহিলা বিল নিয়ে ভোট হোক

শ্যামল: এখন ফসল নষ্ট করছে ওরা

ডি ওয়াই এফের শপথ সিঙ্গুরে কারখানা গড়বই

বাড়বে ব্যাপকভাবে। এদেশে তার টার্নওভার ৩৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার থেকে বেড়ে হবে ১০৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। এ দেশে গাড়ি শিল্পে অতিরিক্ত ২৫০ মিলিয়ন বা ২৫০০ লক্ষ চাকরির সুযোগ হবে। চেন্নাই, মহারাষ্ট্র, উত্তরাঞ্চল— সব জায়গায় গাড়ি শিল্প রয়েছে। পূর্বাঞ্চল দেশের মধ্যে একমাত্র জায়গা যেখানে গাড়ি শিল্প নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে। গোটা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই এক লাখি গাড়ি বা ২০০০ ডলারের গাড়ি পাওয়া যাবে। তা তৈরি হবে সিঙ্গুরেই। এটা মানুষের জীবন পাল্টে দেবে। সাধারণ মানুষের জন্য আমরা এই গাড়ি তৈরি করব। ‘কমনম্যান’স করে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা এখন যা রোজগার করে তা দিয়ে তারা এই গাড়ি কিনতে পারবে। এই গাড়ি কেনার টাকা যেমন তাদের থাকবে তেমনি তারা চাইবে একটু উন্নত মানের জীবনযাত্রা। যারা কখনও গাড়ি কেনার কথা ভাবেনি, তারাও গাড়ি কিনবে। দেশের অর্থনীতি, জীবনযাত্রা পাল্টে দেবে এই গাড়ি। আমরা সংসদীয় একটি দলকে পুনেতে আমাদের কারখানা ঘুরে দেখিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ খুব কাজের। তাঁদের সহযোগিতায় এই গাড়ি বেরোবে। ২০০৮ সালে ২৫০ হাজার অর্থাৎ আড়াই লক্ষ গাড়ি বেরোবে। এর সঙ্গে কতকগুলি বহুজাতিক সংস্থা যুক্ত হবে। কোন কোন বহুজাতিক সংস্থা তা এখন বলা যাবে না। তাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

☞ ২০০৮ তো বেশি দূরে নয়।

রবিকান্ত: আমাদের প্রযুক্তি বাছা হয়ে গেছে। যাঁরা গাড়ি কিনবেন আর বেচবেন তাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। মেশিনপত্তরের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে।

☞ জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কোথাও কোথাও বিরোধিতা রয়েছে। কাজ শুরু হলে কোনও গোলমাল হবে বলে আপনারা মনে করেন? তার ভয় আছে?

রবিকান্ত: আমরা মোটেই সেরকম কোনও দুশ্চিন্তা নিয়ে নেই। যাঁরা অন্যমত পোষণ করেন তাঁদের মতের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা নেই। তবে গোটা জিনিসটা জানতে হবে। কীভাবে টাটা মোটরস কাজ করে, সিঙ্গুরে কী হবে তা সবই জানতে হবে। সিঙ্গুরে গাড়ি কারখানা গোটা সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিবেশটাই পাল্টে দেবে। পুনেতে এই ক’বছরে যে কী পরিবর্তন এসেছে, তা দেখতে হবে, বুঝতে হবে। পন্থনগরে আমরা ১০ মাস আগে ভাবলাম কারখানা করব। সেখানে কোনও শিল্প (ইন্ডাস্ট্রি) সংস্কৃতি ছিল না। এখন আমরা তা এনেছি। তাহলে পশ্চিমবঙ্গেই বা হবে না কেন! পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটা নিয়ে চিন্তা করুক। কীভাবে তা বদল এলে দেবে তা ভাবুক। বদল— উন্নয়নের দিকে, আগামীর দিকে। দীর্ঘমেয়াদি কী উপকার হবে তা জানা দরকার।

☞ যেসব রাজনৈতিক দল বিরোধিতা করছে আপনারা কি তাদের সঙ্গে কথা বলবেন?

রবিকান্ত: টাটা মোটরস যে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কথা বলতে পারে কৃষকদের সঙ্গেও। যাঁরা কথা বলতে

চান তাঁদের আমরা স্পেন, কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা শুধু নয় এ দেশেও যেখানে যা করেছি তার উদাহরণ দেব। পুনে, উত্তরাঞ্চল— সব জায়গার উদাহরণ দেব। আমরা কেবল আর্থিক নয়, সামাজিক, পরিবেশগত দায়িত্ব পালন করি। আমরা কারও সঙ্গে কথা বলতে ইতস্তত করব না। আমরা পুনেতে ১০ করলে এখানে ২৫ করব। আমূল পাল্টে যাবে বাংলার জীবনটা। অর্থনীতিও।

☞ কত নিয়োগ হবে?

রবিকান্ত: সরাসরি নিয়োগ হবেন ২০০০, অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ হবেন১০ হাজার। আর যদি প্রকল্প ঘিরে সেখানে যত লোক কাজ পাবেন তা ধরেন, তা হলে সংখ্যাটা অনেকটা বাড়বে।

☞ কোন শর্তে আপনারা জমি পাচ্ছেন?

রবিকান্ত: আমাদের সঙ্গে সরকারের কী চুক্তি হচ্ছে আপনাদের তা আমি বলব না। প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আমাদের শর্তাবলি যা আছে, তা-ও কি আমি আপনাদের জানাতে পারি? পারি না। আমরা এখানকার সরকারের পেশাদারি মনোভাব, আন্তরিকতা, খোলামেলা আলোচনার মনোভাব দেখে মুগ্ধ। তাই আমরা অন্য জায়গায় এক লাখি গাড়ি তৈরির প্রকল্প করব বলেও পিছিয়ে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি পশ্চিমবঙ্গেই তা করব। আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রকল্পের প্রসারণ বা নতুন প্রকল্প করার প্রস্তাব পাই। আমরা যেখানে পাই। আমরা সেখানে যাইনি।

☞ আপনারা এখানে আর কী করবেন?

রবিকান্ত: সব কিছু এখনই বলছি না। এই প্রকল্পে যে ১০০০ কোটি বিনিয়োগ করছি তা লাভজনক হোক। তবে আমরা কলকাতায় একটি ক্যান্সার হাসপাতাল করব। মুম্বইতে এখান থেকে যত রোগী যান তাঁদের সুবিধে হবে। আমাদের এটি হবে দ্বিতীয় ক্যান্সার হাসপাতাল।

☞ পশ্চিমবঙ্গে এসে আপনারা কি খুশি?

রবিকান্ত: আমরা একটা আবেগের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আবেগ আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন প্রথম গাড়ি শিল্পে আসি, তখন অনেকেই বলেছিলেন আমরা হারাকিরি করছি। কিন্তু এখন

দেখা যাচ্ছে আমরা গাড়ি বিক্রিতে দেশে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সংস্থা। আমরা সিঙ্গুরেও প্রমাণ করব— এক লাখি গাড়ি বাস্তব।

এদিকে, এদিন সকালে রবিকান্ত শিবপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

শনিবার হাওড়ায় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু)-র ১৫০ বছর উপলক্ষে এক সেমিনারে যোগ দিতে এসেছিলেন রবিকান্ত। শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন বলেন, টাটার কারখানা রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আনবে। হলদিয়ার পর উৎপাদন শিল্পে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। রাজ্যে যখন শিল্পায়নের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তখন এ ধরনের বিরোধিতা দুর্ভাগ্যজনক। গাড়ি শিল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত কারিগরি বিশেষজ্ঞের জন্য উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরির বিষয়ে টাটা বেসুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে বলেও জানান তিনি। রবিকান্ত জানান, পুনেতে একলাখি গাড়ি তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছে। যন্ত্রাংশ তৈরি এবং যোগানের বিষয়ে নানা সংস্থার সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। যন্ত্রাংশ তৈরির কয়েকটি সংস্থাকে নিয়ে তারা সিঙ্গুর আসবেন। যত দ্রুত সম্ভব জমি হাতে পেতে আগ্রহী তারা। তিনি বিশ্বজুড়ে গাড়ি তৈরির শিল্পের বিরাট সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেন তিনি। বলেন, ঠিক সময়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্প গড়ার উদ্যোগ নিয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। কারখানা তৈরি হলে আশপাশে সহায়ক শিল্প গড়ে উঠবে। এলাকার উন্নয়ন হবে।পুনেতে টাটার গাড়ি কারখানা তৈরি হওয়ার পর আশপাশের এলাকার সামগ্রিক চিত্র কীভাবে বদলে গিয়েছে তা স্লাইডের মাধ্যমে দেখান। এদিনের আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন বেসুর উপাচার্য নিখিল রঞ্জন ব্যানার্জি, কানাডার প্রতিষ্ঠান অটো ২১ সংস্থার সি ই ও পিটার ফ্রাইজ, নীহার বিশ্বাস, জি রিডার, জি সিন্‌হা প্রমুখ। বেসুর উপাচার্য নিখিলরঞ্জন ব্যানার্জি বলেন, সিঙ্গুরে টাটার গাড়ি কারখানা তৈরি করতে গবেষণা, মেধা, প্রযুক্তি বা কারিগরি— যে কোনও রকম সহায়তা দিতে তাঁরা প্রস্তুত। এদিন কানাডার উইন্ডসর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বেসুর পি এইচ ডি পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত একটি মৌ সই হয়।

B P-7, Sector-5, Bidhannagar, Kolkata – 700091, Phone: 30110800, Fax: 23675502/5503
Copyright © Aajkaal Publishers Limited
Designed, developed & maintained by Datasoft Solutions